১৬ জুলাই, বিকেল ৩টা–রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস জেগে ওঠে বিদ্রোহে। বর্তমানের 'বিজয়-২৪' হল লক্ষ্য করে ছুটে আসে উত্তাল ছাত্রস্রোত। নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের রুমে তালা ভাঙে, তল্লাশি চলে। ফটকে দাঁড়িয়ে শতশত শিক্ষার্থী হাতে লাঠিসোটা নিয়ে স্লোগান তোলে–"ছাত্রলীগের জায়গা নেই, রাজশাহী চাই মুক্তশ্বাস।" ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের বুক শুকিয়ে যায়, বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের এই জেগে ওঠা ছিল সন্ত্রাস দমনের আগুনমুখ।

মতিহারের এই বহ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ে সবখানে, সারাদেশে।

১৫ জুলাই–যেদিন দেশের বুকে নেমে এসেছিল ফ্যাসিবাদের নির্মম থাবা। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিপূর্ণ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর বর্বর হামলা চালায় পুলিশ, ছাত্রলীগ ও তাদের মদদপুষ্ট বাহিনী। নারীরাও রেহাই পায়নি এই দমন-পীড়ন থেকে। সেই নিপীড়নের জবাব দিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ফুঁসে ওঠে প্রতিবাদের আগুনে। বাঁশের লাঠি হাতে, মুখে মুক্তির স্লোগান–তারা নেমে আসে রাজপথে, সৃষ্টি করে এক ঐতিহাসিক 'জুলাই বিপ্লব'। এই দৃশ্য কেবল একটি প্রতিবাদ নয়, এটি সাহস, ঐক্য ও প্রতিরোধের এক জীবন্ত দলিল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ১৬ জুলাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্রমিছিলটি প্রধান ফটক পেরিয়ে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে–প্রতিরোধের আগুন তখন ছড়িয়ে পড়ছে মন থেকে মাটিতে।

আগুনে পোড়ে সন্ত্রাস, জ্বলে ওঠে প্রতিরোধ

১৬ জুলাই বিকেলে 'বিজয়-২৪' হলের গেটে ছাত্রলীগের বাইক জ্বলছিল–এটা কোনো দুর্ঘটনা ছিল না,

এ ছিল প্রতিরোধের প্রতীক, জ্বলন্ত প্রতিশোধ, দীর্ঘ দিনের জমে থাকা ঘৃণার অগ্নিস্নান।

যেসব বাহন ছিল ছিনতাই, চাঁদাবাজি আর হামলার সহযাত্রী–সেইসব বাইক আজ খাক হয়ে উড়ে গেল বাতাসে।

ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী নেতারা পালিয়ে গেল, রেখে গেল ভয় আর লজ্জার চিহ্ন।

এ আগুনে শুধু বাইক পোড়ে না, পোড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতীকও।

ফ্যাসিবাদের দোসরদের তাড়িয়ে দিয়ে ছাত্রজনতা ঘোষণা করল–এই ক্যাম্পাস কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়।

১৫ জুলাই সারাদেশে শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বর হামলার ভয়াল রাত ঘুম কেড়ে নেয় বিবেকবান ছাত্রসমাজের। ১৬ জুলাই, সকাল হতেই বিনোদপুর থেকে ক্যাম্পাসে নামে বিক্ষোভ মিছিল–জনতা ক্রমশ স্রোতে রূপ নেয়। 'বিজয়-২৪' হল থেকে পালায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ সভাপতি ও সেক্রেটারি। রুম থেকে উদ্ধার হয় বিদেশি মদ, কনডম, অস্ত্র, চুড়ি, স্মার্টফোন, এমনকি পাসপোর্ট। এই অস্ত্র দিয়ে গুলি করার ষড়যন্ত্র ছিল। উত্তাল জনতা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের রুম থেকে বিছানাপত্র ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের সেই অপমানিত পতন পরিণত হয় ইতিহাসের দৃষ্টান্তে।

১৬ জুলাই, 'বিজয়-২৪' হলের ছাত্রলীগ ব্লক থেকে উদ্ধার হয় আরো ছয়টি বিদেশি মদের বোতল ও দুইটি ধারালো অস্ত্র। যাদের দায়িত্ব ছিল জ্ঞান চর্চা, তারা বানিয়েছিল সন্ত্রাস ও ভোগের আস্তানা। এই অস্ত্র দিয়ে রক্ত, এই মদ দিয়ে উন্মাদনা–সবকিছু ছিল বিপ্লব থামানোর ছল। কিন্তু বিপ্লবীরা আসল, খুঁজল, ধরল, ফাঁস করল। এই ছবি ইতিহাসের দলিল–যা প্রমাণ করে, ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা কখনোই চিরস্থায়ী নয়।

'বিজয়-২৪' হল নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্র-লীগের সাধারণ সম্পাদক গালিবের রুমের ওয়ারড্রপ খুলে পাওয়া যায় ফেন্সিডিলের খালি বোতল–ছয়টি। সেই ড্রয়ার ছিল একটি চোরাচালানির গোপন আস্তানা। গাঁজা, ইয়াবা, মাদক ব্যবসার মূল হোতা ছিল সে, যা ছাত্রসমাজের হাতে তুলে দিত সে। রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে শিক্ষার্থীদের মগজ ধুয়ে তৈরি করত মাদকাসক্ত গণ্ডমূর্খ বাহিনী। আজ সেই রাজত্বে আগুন জ্বলে উঠেছে। ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের মাদকপুষ্ট বিকৃতি মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে বিপ্লবী ছাত্রজনতা।

যখন জনতা জেগে ওঠে, মিথ্যা ভেসে যায়
১৬ জুলাই সন্ধ্যার পর ছাত্রলীগের হল রুমে পাওয়া গেল অস্ত্র, কনডম, মদ আর সভাপতি বাবুর পাসপোর্ট–
এ হল কাহিনীর শেষ নয়, বরং সেই মুখোশ উন্মোচনের সূচনা যা তারা এতকাল লুকিয়ে রেখেছিল।
পুলিশ নয়, প্রশাসন নয়–সত্যের সাক্ষী হয়ে উঠল শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ।
ফ্যাসিবাদের দোসররা ভেবেছিল ক্যাম্পাস হবে তাদের বন্দুকের পরীক্ষাগার,
কিন্তু লাঠি হাতে দুর্বার মিছিল সে পরিকল্পনার কবর রচনা করেছিল।
এই বিশ্ববিদ্যালয় আর বন্দুক নয়–জ্ঞান ও প্রতিবাদের আশ্রয় হবে।

মাদার বখ্‌শ হলেও নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের সেক্রেটারির রুমে চলে বিপ্লবীদের তল্লাশি। উদ্ধার হয় ছয়টি ধারালো অস্ত্র, একটি টিপ চাকু। যে অস্ত্র দিয়ে ভয় সৃষ্টি করত, রুম দখল করত, মত প্রকাশে বাধা দিত–আজ সেই অস্ত্রই হয়ে দাঁড়ায় তাদের অপকর্মের সাক্ষী। অছাত্র নেতৃত্বের পুঁজি ছিল শুধুই সন্ত্রাস। কিন্তু শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করে দেয়–হল কারো ব্যক্তিগত দুর্গ নয়, এটি গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্র। ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর রাজত্বের অবসান চায় তারা।

টোকাই সন্ত্রাসী, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মাদক ব্যবসায়ী গালিবের রুমে তল্লাশি চালিয়ে বিপ্লবীরা খুঁজে পায় পাঁচটি নতুন ধারালো অস্ত্র। এরা এগুলো এনেছিল বিপ্লবীদের রক্ত ঝরাতে। এই অস্ত্রের ভাষা ছিল নিঃশব্দ হত্যা, যার নিশানায় ছিল মেধা, মনন, প্রতিবাদ। কিন্তু রক্ত না ঝরে, ঝরে গেল মুখোশ–তারা ধরা পড়ে গেল জনতার হাতে। বিপ্লবীরা প্রমাণ দিল–তারা কেবল স্লোগান তোলে না, সাহস নিয়ে মোকাবেলা করে। ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর মুখোশ খুলে যায় সেই বিকেলেই।

১৬ জুলাই বিকেল ৩টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস রচনা করে বিপ্লবী ছাত্রসমাজ। ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগকে তারা বিতাড়িত করে ক্যাম্পাস থেকে।

প্রথমেই প্রধান ফটকের তালা ভেঙে ঢুকে পড়ে বিপ্লবীরা। একে একে সব হলের তালা ভেঙে মুক্ত করে জিম্মি শিক্ষার্থীদের–যাদের ভীত করে রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে।

ক্যাম্পাসজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে জনতার ঢল। উত্তাল স্লোগানে মুখরিত হয় আকাশ-বাতাস–"ছাত্রদের ক্যাম্পাস ছাত্রদের দখলে!"

ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে হাজারো ছাত্র-ছাত্রী বসে পড়ে প্রধান ফটকের সামনে। একজন বিপ্লবীর হাতে পতাকা উড়ছিল–সে শুধু রঙিন কাপড় নয়, সে ছিল বিজয়ের প্রতীক।

এই ছবি সেই মুহূর্তের, যেদিন শুরু হয়েছিল নতুন প্রত্যয়–সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পথে এক সাহসী পদক্ষেপ।

বিপ্লবের গর্জনে কেঁপে উঠেছিল ক্ষমতার প্রাসাদ, স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এক সত্য: ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসমাজের সামনে ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী টিকতে পারে না।

রাস্তায় রক্ত না থাকলেও গর্জন ছিল আগ্নেয়

১৬ জুলাই সন্ধ্যার পর ক্যাম্পাস ছিল জনস্রোতে উত্তাল–একটি স্লোগান, একটাই উচ্চারণ:

"ছাত্রলীগ হঠাও, সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস চাই।"

ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে শত শত শিক্ষার্থী শপথ করেছিল–

আর না, আর কখনো না–আমরা আর মাথা নত করবো না রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর কাছে।

এই ফটক, এই দেয়াল, এই পথ লিখে রাখলো ইতিহাস–ছাত্ররাজনীতির নামে রক্তচোষার আর কোনো স্থান নেই।

তারা যারা ফ্যাসিবাদের দোসর, তাদের বিরুদ্ধে এই ছিল গণরায়।

প্রশাসনের কাছেও পৌঁছে গেল প্রতিবাদের স্বরলিপি
১৭ জুলাই তৎকালীন প্রক্টর ড. আসাবুল হকের হাতে ৮ দফা দাবি পেশ করল বিপ্লবীরা।
সেখানে ছিল শিক্ষার্থীদের শ্বাসরোধকারী ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধে যুক্তির অগ্নিবাণ।
তারা বলল, 'এই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা অর্জনের চেতনায় গড়া–ভারতীয় কলোনি নয়।'
ছাত্রলীগ আর তাদের ছত্রছায়ায় থাকা প্রশাসন–ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর রক্ষাকবচ–
সেই দিন সেই ছোবল বুঝে নিয়েছিল জনগণের প্রতিরোধ কতটা দৃঢ় হতে পারে।

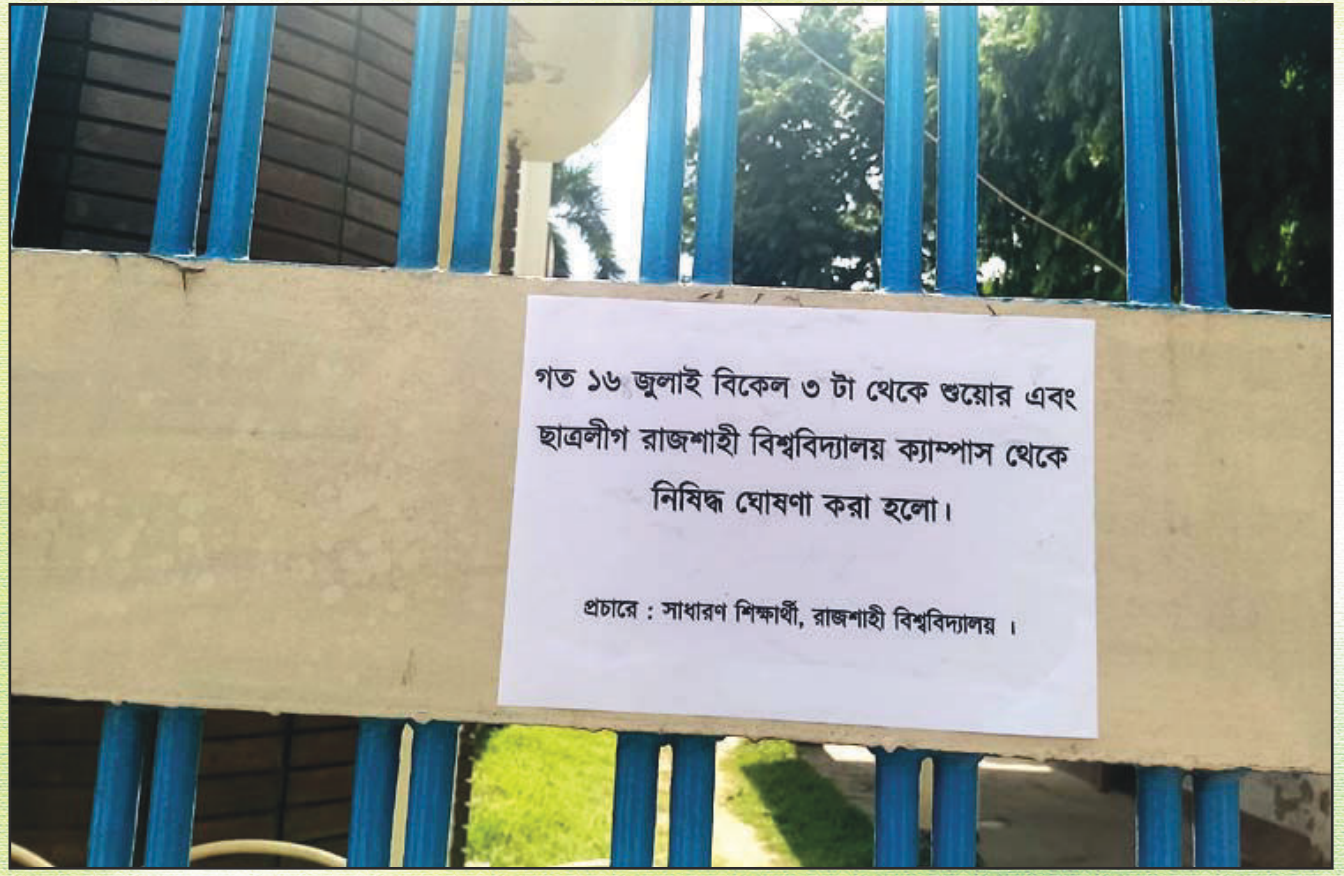

ফটকে ঝোলানো ঘোষণা–ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ

১৭ জুলাই সকালের রোদে এক টুকরো কাগজ কাঁপিয়ে দিয়েছিল প্রশাসনের ভিত,

'গত ১৬ জুলাই বিকেল ৩টা থেকে শুয়োর এবং ছাত্রলীগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো'–

প্রচারে: সাধারণ শিক্ষার্থীরা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এই ছিল ছাত্রজনতার সশব্দ ঘোষণাপত্র–যেখানে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকেছিল শোষণের বুকে। ফ্যাসিবাদের দোসরদের মুখে এই কাগজ ছিল আগুনে লেখা সত্য।

১৬ জুলাই, যখন রাজপথ ছিল বিপ্লবীদের সাহসে দখলকৃত, তখন শিক্ষার্থীদের কণ্ঠরোধ করতে চূড়ান্ত খেলায় নামে শাসক-চক্র। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণায় রাজশাহীর আকাশে উঠেছিল ক্ষোভের ধ্বনি–'এই বিশ্ববিদ্যালয় রক্ত দিয়ে কিনেছি, তালা দিলে আগুন দেবো।' প্রশাসন ভবনে তালা, কিন্তু হৃদয়ের তালা খুলে যায় প্রতিরোধে। ১৭ জুলাই সন্ধ্যা নামার আগেই নেমে আসে অন্ধকার–শহীদ শামসুজ্জোহা স্যারের কবরের উপর দিয়েই বুলেট, ট্রিয়ারসেল, ককটেল উড়ে চলে রাষ্ট্রের প্রতিরোধহীন বর্বরতায়। ইতিহাসের এই পৃষ্ঠায় লেখা হয়–নিরস্ত্র ছাত্রদের রক্ত ঝরেছে প্রশাসনের কলমে।

১৭ জুলাই সন্ধ্যায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে
নেমে এসেছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস–
প্যারিস রোড পাড়ি দিয়ে কমান্ডো স্টাইলে আগমন
ফ্যাসিবাদের দোসর,
হাতে রাইফেল, চোখে হিংসা, বুকভরা
দমননীতি।
হল খোলা রাখার দাবিতে প্রশাসন ভবনে তালা,
আর তার জবাবে নিরস্ত্র ছাত্রদের বুকে টিয়ারশেল
আর গুলি!
জোহা স্যারের কবরও হয়নি রক্ষা,
সেই পবিত্র মাটির ওপর দিয়েই চালায় হামলা
রাষ্ট্রীয় বাহিনী।
বিপ্লবী শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ–
কিন্তু কণ্ঠ থামেনি, পিছু হাঁটেনি কেউ।
পাঁচ বিপ্লবীকে তুলে নিয়ে যায় গ্রেপ্তার করে–
মোতাসিম, রনি, বখতিয়ার, রাজ্জাক, আর এক
সাহসিনী ছাত্রী।
হলগুলো শূন্য হতে থাকে, তবু প্রতিরোধের শিখা
নেভে না।
কারণ এ যুদ্ধ শুধু একটি হলের না–
এটা সমগ্র প্রজন্মের ন্যায়বিচারের লড়াই।